OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 297 - 302
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘দ্য প্যাশন প্লে’-এর আলোকে রবীন্দ্রনাথের ‘শিশুতীর্থ’ ও ‘শাপমোচন’

শ্রেয়া পাল
গবেষক, রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও নাটক বিভাগ
সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
Email ID: sreyapalkrishnagar@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Rabindranath Tagore, The Passion Play, Dance-Drama, Punascha, The Child, Shishutirtha, Shaapmochon, Germany.

Abstract

Rabindranath Tagore visited foreign lands so many times. Whenever he travelled abroad, he had returned with a wealth of experience which had become one of the resources of his literary creation most of the time. He visited Germany three times (in 1921, 1926, and 1930). The last journey to Germany (which is in 1930) is remarkable because in July 1930, he had experienced one of the most famous performances, ‘The Passion Play’, a historical dramatic creation based on the life of Jesus Christ, at Oberammergau in Munich, Germany. ‘The Passion Play’ depicts Christ's birth, crucifixion, resurrection, the last supper, and so on. The play continues for ten long hours with three intervals. The play carries biblical impact and myth. It is being performed every ten years from 1634 till now.

In July 1930, the guest list of Oberammergau included the name of Rabindranath Tagore along with Adolf Hitler. Undoubtedly, he was so moved by the performance that he had confined himself in a room and engaged himself to pen a script named ‘The Child’. In 1927, Tagore was requested for a script from German studio company UFA, and in that time writing ‘The Child’ intended to make a film for them came into vain for fascist regime at Germany. Whatsoever 'The Child', the only one he had wrote directly in English, becomes a resource for Tagore's upcoming masterpiece which is Dance-Drama during 1930s.

In the next year, that is in 1931, Tagore had translated ‘The Child’ into Bengali and named as ‘Shishutirtha’. The metaphorical translation reshaped with the theme of eternal potential within self from the allegory of Christ's life in ‘The Child’. At the same year he wrote ‘Shapmochon’ (1931), a poem carries the theme composed in prosaic verse form. But here in this paper the format Tagore used to compose this poetry get focused. Both of the poems are compiled in the collection of poetry ‘Punascha’ (1931) which is his first attempt to write poetry in prose form. Moreover, as Tagore always carries spirit to compose for stage performance, these two being did not escaped from this thought. At the same year ‘Shishutirtha’ was being staged by adding

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

previously composed songs with dance movements. Also at this time, 'Shaapmochon' was being performed like a dance-drama which was actually a narrative play on the occasion of Tagore's 70th year birth anniversary at Kolkata. Very importantly, Tagore called both of the creation 'Shishutirtha' and 'Shaapmochon' as 'Kathika'. Although these 'Kathikas' were not composed a full-fledged dance-drama, yet, the way they paved reach Tagore's composition to a unique dramatic form Dance-Drama. The narrative portion was being to recomposed with rhythm and melody and formed as songs and present formed into Dance Drama. This paper aims to draw the line from the experience of 'The Passion Play' (1930) with historical evidence to the composition of 'Shishutirtha' (1931) and 'Shaapmochon' (1931) which is actually the draft of Tagore's Dance-Drama.

Discussion

১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সতেরো বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাড়ি দিলেন ইংল্যান্ডে। উদ্দেশ্য ছিল ব্যারিস্টারী ডিগ্রি অর্জন করা। কিন্তু সেই উচ্চশিক্ষা অসমাপ্ত রেখে দেড়বছর পর দেশে ফিরে এলেন তিনি। ঐ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও প্রকৃত অর্থে এ যাত্রা ছিল তার সৃষ্টি জগতে প্রবেশের আরো এক অন্যতম চাবিকাঠি, কারণ সেই বিলাত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উল্লেখ্য সেখানকার মজলিস্ বা পার্টিতে তিনি বহু বিদেশি গান শুনেছেন, পরিচিত হয়েছেন সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে। সেদেশের সংগীত, সাহিত্য ও সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিল তার আগামীর সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। এ প্রসঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ১৮৮১-তে রচিত গীতিনাট্য 'বাল্মিকীপ্রতিভা'। এই গীতিনাট্য তৈরির গোড়ায় রয়েছে ওই বিলাত যাত্রার অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২ সাল)-তে বলছেন—

> "দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজন সমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন রবির গলা এমন বদল হইল কেন কেমন যেন বিদেশী রকমের মজার রকমের হইয়াছে। এই দেশি ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মিকীপ্রতিভার' জন্ম হইল।" (ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ১১৬)

'বাল্মিকীপ্রতিভা' (১৮৮১ সাল) গীতিনাট্যের বেশ কয়েকটি গানে বিলাতি সুর গৃহীত; যেমন - ডাকাতদলের গান 'কালি কালি বলরে আজ' বা 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা' প্রভৃতি। এই বিলাতি সুর পরবর্তী নাটকের গানেও ব্যবহৃত হয়েছে। এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাত যাত্রা। এরপর জীবনের শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ দশের অধিকবার বিলাত যাত্রা করেছেন। প্রতিবারই সে সকল স্থান থেকে সঞ্চয় করেছেন সহস্র সম্পদ যা তাঁর সৃষ্টিকে আরো উর্বর করে তুলেছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা তাকে অনুপ্রাণিত করে নবসৃষ্টিতে। তেমনই রবীন্দ্রনাথ তিনবার ১৯২১, ১৯২৬ এবং ১৯৩০ সালে তিনি জার্মানির নানান প্রদেশ ভ্রমণ করেন নানা উদ্দেশ্যে। তার মধ্যে ১৯৩০ সালের জার্মানি সফর অন্যতম আলোচনার দাবী রাখে। এই সফরে তিনি এক ঐতিহাসিক মঞ্চ পরিবেশনা - 'দ্য প্যাশন প্লে'-র সাক্ষী ছিলেন যাকে পরবর্তীতে নবরূপে পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের নাটক সৃষ্টিতে একথা বললে বোধহয় ভুল হবেনা। আলোচ্য প্রবন্ধে এই নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নবসৃষ্টির পথ উন্মোচনের ধারা বিবর্তনের রেখা অঙ্কন করার চেষ্টা করা হবে। এইখান থেকেই হয়তো উঠে এসেছিল নাটক তৈরির নতুন ফর্ম। ১৯৩০ - এর পরের শতকে তা হয়তো আর ও নানান অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছিল নৃত্যনাট্য রচনায় - একথা বলা যায়।

১৯৩০ সালের জার্মান শহরে ১৯ থেকে ২৪ জুলাই কবি ছিলেন জার্মানির মিউনিখ শহরে। এই সময় একদিন সেখানকার ওবেরামেরগাও নামক গ্রামে যান এবং সেখানে 'প্যাশন প্লে' দেখে এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর সৃষ্টির এক অন্যরূপ নির্মাণের সুযোগ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যরূপ নির্মাণে ক্ষেত্রে 'প্যাশন প্লে' দেখার অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অপরিহার্য, কারণ এই সময়টি ছিল রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য নির্মাণের একেবারে প্রারম্ভির পর্যায়। এই সময় থেকেই ক্রমে ক্রমে নৃত্যনাট্যের খসড়া তৈরি হতে থাকে। তাই নৃত্যনাট্য নির্মাণের প্রেক্ষিতে এই 'প্যাশন প্লে'র

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিজ্ঞতাকে কখনোই বাদ দেওয়া যায় না। এই 'প্যাশন প্লে' দেখেই রবীন্দ্রনাথ এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে প্রায় ওই দিনই সম্পূর্ণ নতুন টেকনিকে ইংরেজিতে রচনা করলেন 'দ্য চাইল্ড' (১৯৩০)। এখান থেকেই তার সৃষ্টির নতুন যাত্রাপথের রূপরেখা অঙ্কন করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের 'প্যাশন প্লে' দেখার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনার পূর্বে 'প্যাশন প্লে' সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন বলে মনে হয়। জার্মানির মিউনিখ এর কাছে ওবেরামেরগাও নামক একটি গ্রামে প্রতি দশবছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় এই 'প্যাশন প্লে'। এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৬৩৪ সালে। এই মঞ্চ উপস্থাপনা কিন্তু হঠাৎ করে বা মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হয়নি। এর পিছনে ছিল অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ওই গ্রাম প্রবল প্লেগ রোগ এর কবলে পড়েছিল, বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এই রোগে। সেখান থেকে বাঁচতে গ্রামবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন যিশুখ্রিস্টের জীবন কাহিনী চিত্রিত এই নাটক। তারপর থেকে রোগ মুক্ত হয় ওই গ্রাম। গ্রামবাসীরা প্রতি দশ বছরে একবার করে এই নাটক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। প্রথমে খুব সরল সাধারণভাবে নাটক মঞ্চস্থ হত। এরপর ১৮৩০ সালে থিয়েটার হাউসের নবনির্মাণ হয় এবং সেইখানেই তথাগতভাবে মঞ্চস্থ হতে থাকে এই 'প্যাশন প্লে'। এই নবনির্মিত থিয়েটার হাউসটি প্রায় ছয় একর জায়গা নিয়ে তৈরি। সেখানে প্রায় চার হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে নাটক দর্শন করতে পারে। এই কক্ষটি উন্নত শব্দ ও ধ্বনি উপযোগী এবং দৃশ্য উপযোগী। এই নাটক দশ ঘণ্টা ধরে মঞ্চাভিনয় হয়। মাঝে থাকে তিনটি বিরতি। এই সুদীর্ঘ নাটকের অংশ নেয় প্রায় হাজার দুয়েক মানুষ। এছাড়াও উট, ভেড়া ইত্যাদিদেরও মঞ্চে তোলা হয়। গ্রামটি ওই সময় উৎসবের মেজাজে সেজে ওঠে। (আনন্দবাজার.com রবিবাসরীয় খ্রিস্টেরর নাট্যগামে বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮) এই নাটকের মূলকাহিনী ছিল যিশুখ্রিস্টের জীবন অবলম্বন করে - যিশুর জন্ম, লাস্ট সাপার, ক্রুশিফিকেশন ও রেসারেকশন। আরো ছিল 'ওল্ড টেসটামেন্ট' এর কিছু দৃশ্য। প্রারম্ভে অর্কেস্ট্রা ও কয়্যার-এর উপস্থাপনা ছিল এই নাটকের অন্যতম উল্লেখ্য বিষয়।

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়ের সাথে সরাসরি জড়িত রবীন্দ্রনাথের এই 'প্যাশন প্লে' দর্শনের অভিজ্ঞতা। ১৯৩০ সালের ইউরোপ সফরে রবীন্দ্রনাথ ও সেই সফরে তাঁর সঙ্গী অমিয় চক্রবর্তী জুলাই মাসে (১৯-২৪ তারিখের মধ্যে কোন একদিন। অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় দিনটি ছিল সম্ভবত ২৪শে জুলাই) উপস্থিত হলেন গ্রামে। ঐ থিয়েটারের সংগ্রহশালার সূত্রে জানা যায় ঐ সালের 'প্যাশন প্লে'র মঞ্চায়নের সম্পূর্ণ বিবরণ। পাওয়া যায় যে - সেখানে অতিথি দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ইংল্যান্ডের শিল্পপতি হেনরি ফোর্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এডলফ হিটলার। ১৯৩০ সালে মোট ৮১টি শো হয়েছিল এবং একসাথে ৫২০০ জন দর্শক একসঙ্গে নাটক দেখতে পেরেছিলেন। কবির ঐ জার্মানি সফরের সঙ্গী অমিয় চক্রবর্তী ২৬শে জুলাই ১৯৩০ সালে শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রকে পত্রে লিখেছেন –

> "রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধ'রে ইংরেজিতে একটি নতুন রকম টেকনিকে ফিল্মের জন্য নাটক লিখছেন। ছবির মত এও তাঁর নতুন সৃষ্টির নেশা।" (চক্রবর্তী, প্রবাসী, ৯৭)

এই নাটকটি দেখার পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'দ্য চাইল্ড' কবিতা। এটিই নতুন টেকনিকে লেখা নাট্যকবিতা 'দ্য চাইল্ড' (১৯৩০ সাল)। এই কবিতার মূল কথা হল অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা। সেখানে অনায়াসে বোঝা যায় 'চাইল্ড' হল নবজাতক শিশু যাকে যাকে খ্রিষ্ট রূপে তুলনা করা হয়। তিনি এখানে নবজন্মের প্রতীক। এই কবিতাটি থিম বা ভাবনা যে 'প্যাশন প্লে' এর সমতুল্য একথা সহজেই বোঝা যায়।

১৯২৭ সালে জার্মান সফরে উফা নামে একটি জার্মান কোম্পানি রবীন্দ্রনাথকে তাদের জন্য একটি চিত্রনাট্যের স্ক্রিপ্ট তৈরীর অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধে পরে 'প্যাশন প্লে'-এর অনুপ্রেরণায় কবি লিখলেন 'দ্য চাইল্ড'। এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সরাসরি ইংরাজিতে কবিতা লেখা। এমনকি ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক হিমাংশু রায় উফা কোম্পানির কাছে পৌঁছে দেন রবীন্দ্রনাথের এই লেখা ও তাদের কারিগরি তত্ত্বাবধানে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। যদিও তা তখনকার জার্মানি নাৎসিবাদের চাপে ব্যর্থ হয়। আবার পরবর্তীতে বাঙালি চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক তাঁর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'সুবর্ণরেখা' (১৯৬৫ সাল) ছবির শেষে এই 'শিশুতীর্থে'র শেষ পংক্তির ব্যবহার করেছেন। "জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।"

এর ঠিক একবছর পর রবীন্দ্রনাথ 'দ্য চাইল্ডে'র বাংলা তর্জমা করলেন 'শিশুতীর্থ' (১৯৩১ সাল) শিরোনামে। 'পুনশ্চ' (১৯৩১ সাল) কাব্যগ্রন্থে এই কবিতা সংকলিত হয়। বিষয়গত দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এটি ওই 'প্যাশন প্লে'এর কাহিনীই 'শিশুতীর্থে' অনুসৃত যা 'দ্য চাইল্ড'এ আরও পষ্ট ছিল; এখানে তা হয়ে উঠল রূপকধর্মী। এই শিশুটি নবজন্মের প্রতি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পথপ্রদর্শক এবং মুক্তির দূত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি কে যে ফর্মে সাজাতে চেয়েছেন সেখানে নাটকের সূত্র পাওয়া যায়। কবিতাটি শুরু হয় এইভাবে – "রাত কত হল? উত্তর মেলে না"। নাটকের মতো কবিতাটি শুরু হয়। ক্যাওটিক পরিবেশ অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতিতে। 'স্তূপে স্তূপে মেঘ', 'পুঞ্জে পুঞ্জে কালিমা', 'অন্ধ গলি', যুগ যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ক্ষুধার লেলিহান লোল জিহ্বা', 'দেবতাহীন দেউল', 'বন্যা বারির গুহাবিদারনের রলরোল', 'কুৎসিত জনশ্রুতি অবজ্ঞার কর্কশ হাস্য', 'নারীর আর্তসারী বিলাপ' ইত্যাদি বিশৃঙ্খলার মধ্যে কবিতার প্লটের সূচনা। পরে দেখা মেলে ভক্তের। মেঘ সরে যায়, শুকতারা পথ দেখায়। সেই ভক্তই বলে 'চলো সার্থকতার তীর্থে'। এটি শেষ হয় এমন ভাবে— "মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কলে তাঁর শিশু, ঊষার কোলে যেন শুকতার। ...জয় হোক মানুষের ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবীতের!" এই শিশুই হল 'প্যাশন প্লে'র খ্রিষ্ট। খেয়াল করলে দেখা যাবে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির পূর্বের কবিতাই হল 'মানবপুত্র' (১৯৩১)। (এই কবিতা ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'একদিন যারা মেরেছিল' গানে রূপান্তরিত করেন।) 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির শেষার্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা যেন 'নিউ টেস্টামেন্টে' বর্ণিত যীশুর জন্ম বৃত্তান্তের আভাসই দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কাব্যগ্রন্থেই সংকলিত আরও একটি কবিতায় 'প্যাশন প্লে'-এর অনুপ্রেরণা দেখা যায়। কবিতাটির নাম হল 'তীর্থযাত্রী'; যা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। আরো স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে T. S. Eliot-এর 'The Journey of the Maji' (১৯২৭) কবিতার অনুবাদ এটি। বিষয়গত দিক থেকে খ্রিস্টের জীবন কাহিনীর সাথে সমতুল্য; 'দ্য চাইল্ড'-এর কাহিনীর আভাসও মেলে এখানে। বলা বাহুল্য এইসব বাংলা রূপান্তরকরণে খ্রিস্ট ভাবকল্প কমে গিয়ে মানব ধর্মকেই সবচেয়ে বড় করে দেখানো হয়েছে।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'শাপমোচন' (১৯৩১ সাল)। 'শিশুতীর্থ' থেকে 'শাপমোচন'-এর যাত্রাপথে পাওয়া যাবে নৃত্যনাট্য নির্মাণের প্রস্তুতি। ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ পূর্বে রচিত বেশকিছু গান নিয়ে তার সঙ্গে কথকের কাহিনী বর্ণনা জুড়ে তৈরি করলেন 'শাপমোচন' (১৯৩১)। 'শিশুতীর্থ'-এর সাথে কাহিনীগত কোনরূপ মিল না থাকলেও আঙ্গিকগত দিক থেকে ও রূপগত দিক থেকে 'শাপমোচন' হ'ল 'শিশুতীর্থ'-এরই উত্তরসূরী একথা অস্বীকার করা যায় না। 'দ্য চাইল্ড' থেকে যখন 'শিশুতীর্থে'র জন্ম হল তখন Plot-টি এমন করে সাজানো হয় যেন নাটকের unity of Time, Space and Action (অ্যারিসস্টটলীয় নাটকের তত্ত্ব অনুয়ায়ি) এই তিনটি এর মেলবন্ধন হয়। এই কবিতার মধ্যে নাট্য সম্ভাবনা ছিল। আরও দেখা যায় - 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন' কবিতা দুটি 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে পরপর সংকলিত হয়েছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন যে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি গদ্য ছন্দে রচিত। ১৯৩১ সালে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের পর রবীন্দ্রনাথ যেন এক নতুন কাব্যজগতে প্রবেশ করলেন। এর পূর্বে 'লিপিকা'র কিছু অংশে এই গদ্যছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু 'পুনশ্চে' তার সফল স্বীকৃতি দিলেন। তিনি 'পুনশ্চে'র ভূমিকায় লিখলেন –

> "গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙ্গাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সলজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতা গুলি লিখেছি।" (ঠাকুর, *পুনশ্চ*)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন' উভয় কবিতাই গদ্যছন্দে রচিত একথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ আঙ্গিকগত দিক থেকে এরা একই গোত্রের। আবার 'শিশুতীর্থ' দৃশ্য রূপে ১, ২, ৩ ইত্যাদিতে বিভক্ত যা 'শাপমোচনে'ও বর্তমান।

এবার প্রশ্ন এই যে, নৃত্যনাট্যের পটভূমিতে 'শিশুতীর্থ'-এর স্থান কোথায়? এই উত্তরের সন্ধান দিয়েছেন স্বয়ং শান্তিদেব ঘোষ। ১৯৩১ সালে কলকাতায় 'শিশুতীর্থ' অভিনয়ের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেছেন—

> "শিশুতীর্থের অভিনয়ের পূর্বে 'গীতোৎসব' নাম দিয়ে একটি আলাদা নৃত্যগীতের কার্যসূচি ছিল। ... নাচ ছিল নানারকমের।" (ঘোষ, *রবীন্দ্রসঙ্গীত* ১৬১)

এই অনুষ্ঠানে 'পুনশ্চ'-এর 'শিশুতীর্থ' কবিতাকে আরো একভাবে লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটিকে শান্তিদেব ঘোষ নাটিকা বলছেন না বরং বলছেন 'লিপিকা'র গল্পের মত এটি একটি 'কথিকা'। মূলভাবটি অক্ষুন্ন রেখে রবীন্দ্রনাথ একে দশটি স্বর্গে বিভক্ত করলেন ও যুক্ত করলেন গান। তারই সঙ্গে তৈরি হল নৃত্য সম্ভাবনা। সমগ্র 'শিশুতীর্থ' কথিকাটির নৃত্যাভিনয় দিয়ে কলকাতায় নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। প্রসঙ্গত সেই অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে গীতউৎসব নামে যে নৃত্য-গীত কার্যসূচি ছিল সেখানে তালের বোলের নাচ এবং কবিতার সাথে নাচ - এই দুই অভিনব নৃত্য কৌশলেরই অবতারণা ঘটল কলকাতার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। সেই অভিনয়ের কার্যসূচিতে 'শিশুতীর্থ' যেভাবে মুদ্রিত হয়েছিল সেখানে ছিল একটি উদ্বোধনের গান ও পরপর দশটি সর্গ। যুক্ত আছে নয়টি গান। উদ্বোধনের গানটি— "নমো নমো নির্দয় অতি করুনা তোমার"। এছাড়াও "আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে", "কে যায় অমৃতধামযাত্রী", "যেতে যেতে একলা পথে", "তিমির দুয়ার খোলো", "জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়"। শান্তিদেব ঘোষের মতে 'শিশুতীর্থ' কথিকা থেকে সহজেই বোঝা যায় এখানে সুপ্ত রয়েছে নাচের আদর্শ। তাই প্রথম অভিনয়ে ইউরোপীয় নৃত্য পদ্ধতি ও দেশীয় নাচের ঢঙ, দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশৈলী (কথাকলি, মনিপুরী ইত্যাদির) সাহায্যে 'শিশুতীর্থে'র রূপ দান করার চেষ্টা করা হয়েছিল এখানে। একথা বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন যে ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে নৃত্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। এমনকি নানা প্রদেশের নৃত্য শিক্ষক এসে শান্তিনিকেতন আশ্রমে নৃত্য শিক্ষাদান করছেন। অপরদিকে প্রতিমা দেবীর অনুপ্রেরণায় শান্তিনিকেতনের নৃত্যচর্চা ও নৃত্যাভিনয় ইত্যাদি শুরু হয়েছে। শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় 'শিশুতীর্থে'র অভিনয় এই একবারই হয়েছিল। (ঘোষ, *রবীন্দ্রসঙ্গীত* ১৬২)

'শিশুতীর্থ' থেকেই যে 'শাপমোচন'-এর জন্ম একথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিষয়গত দিক থেকে এরা ভিন্ন কিন্তু আঙ্গিকগত দিক থেকে এরা সমতুল্য। এদের Similarity এখানেই যে উভয়ই ঘটনা বা গল্পমুখ্য। প্রথমে গদ্যের মতো রচিত। পরবর্তীতে অভিনয়ের তাগিদে নাটকের রূপ ফুটিয়ে তুলে তাকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্য গান যুক্ত করা হয়েছে। তবে অবশ্যই গানগুলি বসানো হয়েছে কাহিনী ভাব অনুযায়ী। তারই সাথে নাচ এসেছে অভিনয় মাধ্যম হিসেবে। 'শিশুতীর্থ' একবার অভিনীত হলেও এর উত্তরসূরী 'শাপমোচন' কিন্তু বহুবার দেশ-বিদেশে অভিনীত হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রতিবারই মঞ্চাভিনয়ের পূর্বে ঘটেছে নানা সংযোজন বিয়োজন ও পরিমার্জন। ক্রমে ক্রমে 'শাপমোচন'ই হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের খসড়া। 'শাপমোচন' কবিতার যে কথিকা অংশটুকু রয়েছে তার সঙ্গে পূর্বে রচিত গান জুড়ে রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মোৎসবের সময় ১৯৩১ এর ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রথম 'শাপমোচন' অভিনীত হল। 'শাপমোচন' কবিতাকে নতুন করে কথিকা আকারে নৃত্য সম্ভাবনাময় করে পূর্ব রচিত গান যুক্ত করে নতুন করে তৈরি করা হল। এই নিরীক্ষণের ঠিক কিছু পূর্বেই নির্মিত 'শিশুতীর্থ'- এর অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 'শিশুতীর্থে'র আদর্শেই গড়ে উঠল 'শাপমোচন'। 'রাজা' (১৯১০), 'অরূপরতন' (১৯২১) এর কাহিনীর মূল ভাববস্তু অপরিবর্তিত রেখে 'শাপমোচন'কে নাচে গানে সজ্জিত করা হয়েছিল। সবচেয়ে যা প্রাধান্য পেয়েছিল তা হল নৃত্যের সম্ভাবনা বা নৃত্যের উপযোগী নাটক। 'শাপমোচন'-এর অভিনয়ের সময়ে বিশেষভাবে শুরু হল হয় তাল যন্ত্রের সঙ্গে নাচ, মনিপুরী বোলের নাচ, খোলের ছোট গোলের নাচ, কথাকলির নৃত্য ভঙ্গি প্রভৃতি। এখান থেকেই নাটকে প্রথাগত নৃত্যের আবির্ভাব লক্ষণীয়। ১৯৩১ অর্থাৎ 'শিশুতীর্থ', 'শাপমোচন'-এর পরবর্তীকালেই 'বিদায় অভিশাপ' নৃত্যাভিনয় (১৯৩৩)। 'চণ্ডালিকা' গদ্য নাটকের নাট্য ভাবনা, 'তাসের দেশ' ইত্যাদি নৃত্য উপযোগী রচনা শুরু হয় 'শিশুতীর্থ', 'শাপমোচন'-এর হাত ধরে। এই নাটক নাটিকা গুলির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবতারণা নৃত্যনাট্য নির্মাণের প্রস্তুতিকেই তুলে ধরে একথা বললে হয়তো ভুল হবে না। 'শিশুতীর্থে'র উত্তরসূরী, তার সমআঙ্গিকে রচিত 'শাপমোচনে' তাই নৃত্যনাট্যের খসড়া পাওয়া যায় - একথা অনস্বীকার্য। 'শাপমোচন' বহুবার দেশ ও দেশের বাইরে অভিনীত হয়। প্রতিবারই নানা পরিবর্তন ঘটে। তার কিছু কিছু শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য' বইয়ে প্রাপ্ত।

সর্বশেষে এ কথা বলতেই হবে যে জার্মানির ওবেরামেরগাউ গ্রামে 'প্যাশন প্লে' দেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রবীন্দ্রনাথ 'দ্য চাইল্ড' লিখেছিলেন যা পরবর্তীতে 'শিশুতীর্থ' রূপে বাংলায় আনুবাদিত হয়েছে, সেখানেই সুপ্ত ছিল ভাবি নৃত্যনাট্য রচনার বীজ। 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি কথিকায় রূপ নিলে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ 'পুনশ্চ'- এর পরবর্তী কবিতাটিকেই নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী করে তোলার কাজে হাত দেন। জীবনের প্রারম্ভে যেমন বিদেশ থেকে আহরিত সুর,সংস্কৃতি ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সম্পদ হয়ে উঠেছিল, তেমনই জীবনের শেষার্ধেও জার্মানির ঐ 'প্যাশন প্লে' হয়ে উঠল তার নাটকের নবনির্মিত রূপ - নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক রচনার অন্যতম সূত্র। একথা সত্য যে, তার হাত ধরেই পরপর 'শিশুতীর্থ' থেকে 'শাপমোচন', ক্রমে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬ সাল), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮ সাল), 'শ্যামা' (১৯৩৯ সাল) রচনার পথ প্রশস্ত হল।

Bibliography:

ঘোষ, শান্তিদেব, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪৩০, পৃ. ৫৬-৫৮, ১১২-১২২

ঘোষ, শান্তিদেব, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৯, পৃ. ১৫৬-১৬০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, চৈত্র ১৩৮৮, পৃ. ১১৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪৩১, পৃ. ১৬৭-১৮৭

সেন, প্রদীপ্ত, 'জার্মানি ও রবীন্দ্রনাথ', পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্র সংখ্যা), ১৪০১, পৃ. ১০৬

সেনগুপ্ত, পল্লব, 'শিশুতীর্থ, তীর্থযাত্রী এবং এ জন্মের তীর্থদর্শন', পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্র সংখ্যা), ১৪০১, পৃ. ৮১-৮৭

চক্রবর্তী, অমিয়চন্দ্র, 'ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৭, পৃ. ৯৭-১০০

ভৌমিক, সোমেশ্বর, 'মিউনিখের সঙ্গে পাকাপাকি জড়িয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের নাম', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ জুন ২০২০, Accessed 7th Oct. 2026

মুখোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ, 'খ্রিস্টের নাট্যগ্রামে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮, https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/oberammergau-rabindranath-tagore-visited-this-municipality-in-germany-1.919543. Accessed 7th Oct. 2026.

'Oberammergau Passion Play', Munich Travel, München Tourismus, www.munich.travel/en/offers/booking/oberammergau-passion-play. Accessed 8th Oct. 2026